দৈনিক ইত্তেফাক

066

তারিখ 13 SEP 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

নিঃশব্দে অতিক্রান্ত হইয়া গেল বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস। বন্যার তাণ্ডবলীলা আর দুর্গত মানুষের আহাজারির মধ্যে এই দিবসটি চলিয়া গিয়াছে গত ৮ই সেপ্টেম্বর সকলের দৃষ্টিসীমা এড়াইয়া। অন্যান্য বছরে এই সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ হইতে লওয়া হইত বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী। সভা-সেমিনার, আলোচনা সভায় নিরক্ষরতার অভিশাপ দূরীকরণের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনার কথা উচ্চারিত হইত। এইবার বন্যা-জনিত ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণেই বিশ্ব সাক্ষরতা দিবসে কোন অনুষ্ঠান হইতে পারে নাই।

অনুষ্ঠান নাই হইল। তবু কি বিশ্ব সাক্ষরতা দিবসের তাৎপর্য বিস্মৃত হওয়া যায়? বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর একটি বোঝা আমরা বহন করিয়া আসিতেছি দীর্ঘকাল ধরিয়া। যাহার অক্ষর-জ্ঞান নাই সে চোখ থাকিতেও অন্ধ—এই কথাটি আমরা বিভিন্ন সময়ে উচ্চারণ করিলেও বাস্তব সত্য হইল, সাক্ষরতার হার আমরা বাড়াইতে পারি নাই। ১৯৫১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ, ১৯৬১ সালে উহা বাড়িয়া দাঁড়ায় ২০ দশমিক ৮ শতাংশ। ১৯৭৪ সালে আর একটু বাড়িয়া ২৪ দশমিক ২৭ শতাংশে উন্নীত হয়। কিন্তু ১৯৮১ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ২৩ দশমিক ৮ শতাংশে নামিয়া আসে। ১৯৮৭ সালে এই হারটি অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। অর্থাৎ গত ৩৭ বৎসরে আমরা শত চেষ্টা সত্ত্বেও সাক্ষরতার হার ৫ শতাংশের বেশী বাড়াইতে পারি নাই। অথচ আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা তো কম করা হইতেছে না। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচীও তো কম নেওয়া হইতেছে না। তবু কেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম বৎসরের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই দ্বিতীয় বৎসরের শুরুতে ঝরিয়া পড়ে, কেন গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ সন্তানকে স্কুলে পাঠাইতে অনীহা প্রকাশ করে? আমাদের শিক্ষার হার বাড়ানোর প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টি গভীর অভিনিবেশ সহকারে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির দৈন্যদশা এমন এক স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে যে, যখন সন্তানকে শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণে প্রেরণও গ্রামের সাধারণ মানুষের নিকট সময়ের অপচয় হিসাবে পরিগণিত হইতেছে। সাক্ষরতার সুদূরপ্রসারী ফলের জন্য প্রতীক্ষা তাহাদের নিকট নিরর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কাজেই মানুষের প্রাথমিক মৌলিক চাহিদা পরিপূরণের উপর নির্ভর করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, নিরক্ষরতা দূরীকরণের সাফল্য। আর যে দিকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহা হইল জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার সাক্ষরতার হারকে ছাপাইয়া উঠিতেছে বলিয়াই সাক্ষরতার হার বাড়িতে পারিতেছে না।

সাক্ষরতা বলিতে আমরা আমাদের দেশে প্রচলিত অর্থে বুঝি অক্ষরজ্ঞান। অর্থাৎ নামটি লিখিতে জানিলে কিংবা স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় হইলেই উহাকে যদি আমরা সাক্ষর বলিয়া ধরিয়া লই তাহা হইলে হার যত বর্ধিতই হউক না কেন, প্রকৃত সাক্ষরের হার কমের দিকেই থাকিবে। অতএব শিক্ষাকে কেবল অক্ষরজ্ঞানের বৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। শিক্ষাকে পরিণত করিতে হইবে প্রকৃত শিক্ষায়। সাক্ষরতা তাহাকেই বলে যাহা শিক্ষাকে জ্ঞানে পরিণত করে—যাহা নিজের জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। অন্ধকার যত বিশালই হউক, জ্ঞানের ক্ষুদ্র আলোকরশ্মির নিকট সে পরাজিত। এই সত্য বাক্যটি যদি আমরা প্রতিটি জীবনে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হই তাহা হইলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইবে।